টনকিন* সংকট প্রসঙ্গে

১৯৬৪ সালের টনকিন সঙ্কটের পটভূমিতে লিখিত এই প্রবন্ধে, ঐ ঘটনায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জলদস্যু-সুলভ নীতির মুখোমুখি ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্ব যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল এবং সংশোধনবাদীদের থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধাতঙ্কের যে সুযোগ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল — সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত রূপটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসনের আদেশে গত ৪ঠা আগস্ট মার্কিন নৌবাহিনী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের দুটো টর্পোডো বাহী ছোট যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। পরদিন, অনেকগুলি জেট বিমান টনকিন উপসাগরে অবস্থিত মার্কিন সপ্তম নৌবহর থেকে উড়ে গিয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের আকাশসীমা লঙঘন করে গিয়ান নদীর মোহনায় হং গাই শহরের নিকটবর্তী ভিন-বেন থুয়ে অঞ্চলের বহু স্থানে গুলিবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করে। এর ফলে সেখানকার সমুদ্রতীরবর্তী ঘরবাড়ি কলকারখানার প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং ব্যাপক জীবনহানি ঘটে। ভিয়েতনামের আকাশসীমা লঙঘন করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম ভুখণ্ডের উপর আমেরিকার বোমাবর্ষণ অবশ্য কোন নতুন ঘটনা নয়। মার্কিন হানাদারেরা অতীতেও তা করেছে। ৪ঠা আগস্টের আক্রমণের কিছুদিন আগে লাওসের সীমান্তবর্তী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম ভুখণ্ডের দুটি অঞ্চল — নাম ক্যান এবং নুং ডের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণ করে সেখানে বোমাবর্ষণ করেছিল। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ জাহাজও পাঠিয়েছে। সেগুলি ভিয়েতনামের জলভাগেও অবৈধ অনুপ্রবেশ করে ও উত্তর ভিয়েতনামের উপকূলবর্তী হন্ নূ ও হন্ মি দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চলেও গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু আগস্ট মাসের সাম্প্রতিকতম মার্কিন হানাদারির কোনও তুলনা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এই কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ও সভ্যতার সমস্ত বিধিকে লঙঘন করেছে, তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ও সাথে সাথে সাধারণভাবে বিশ্বশান্তি এবং বিশেষভাবে এশিয়ার শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে। এই কারণেই দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিকামী ব্যক্তি ও শক্তিগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে এবং তাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে বহিষ্কার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না। আমরা, ভারতবর্ষের জনগণের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার হানাদারির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের ন্যায়সঙ্গত অবস্থানকে সমর্থন করছি।

মার্কিন ভাষ্য

বিনা কারণে তাদের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে, এমন এক ভাব দেখিয়ে মার্কিন হানাদারেরা সাফাই গেয়েছে এই বলে যে, আমেরিকান নৌবাহিনীর কয়েকটি জাহাজ যখন টনকিন উপসাগরের আন্তর্জাতিক জল সীমার মধ্যে টহল দিচ্ছিল, কয়েকটি উত্তর ভিয়েতনামি টহলদারি নৌকা তাদের আক্রমণ করেছিল; এরই প্রত্যুত্তরে আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজগুলিকে প্রেসিডেন্ট জনসন নির্দেশ দিয়েছিলেন 'যে কোনও শক্তি তাদের আক্রমণ করলে তাদের প্রতিআক্রমণ করে ধ্বংস করবে', এবং এর ফলে আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনীর অন্তর্গত জেট-বিমানগুলি তখন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপকূলবর্তী অঞ্চলে গুলি ও বোমাবর্ষণ করে।

এই কাহিনীটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য? সামান্যতম বুদ্ধির অধিকারী যেকোন মানুষের পক্ষেই এই বানানো গল্পটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ একটি শিশুরও অজানা নেই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌ-বাহিনী — যা সম্ভবত বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী নৌবহর, তাকে গুটিকয়েক টহলদারি নৌকার সাহায্যে

---

* ইংরাজি মূল পুস্তিকা অনুসারে টনকিন সঙ্কট প্রসঙ্গে এই শিরোনামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনাম ও চীনের উপকূলে অবস্থিত টনকিন উপসাগরকে বোঝানো হয়েছে।

আংশিকভাবেও ধ্বংস করার চেষ্টা করা চূড়ান্ত পাগলামি ও মূর্খামি। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের শাসকসম্প্রদায়, যাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, অত্যন্ত গুরুতর সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার সামনেও স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিণত বুদ্ধি এবং বিপ্লবী বাস্তববোধ বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা কি একটা শিশু যা বোঝে, সেটুকুও বোঝে না? তাহলে তারা আমেরিকার যুদ্ধজাহাজগুলিকে মাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র টহলদারি নৌকা নিয়ে আক্রমণ করার মত হঠকারী কাজে নিযুক্ত হবে কেন? টনকিন উপসাগরে উত্তর ভিয়েতনামী নৌকার দ্বারা মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলিকে আক্রমণের কাহিনী যা পেন্টাগন প্রচার করছে, তা অলীক ও আষাঢ়ে গল্প মাত্র; যাতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে না। বিশ্বের জনগণও এটিকে আমেরিকার বানানো গল্প হিসাবেই দেখেছে। কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স সিহানুক এই কাহিনীটিকে ডাহা মিথ্যা বলে বাতিল করেছেন। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমসহ পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের বৃহদংশও একইরকমের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। ভিয়েতনাম প্রশ্নে আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণভাবে মানুষের অনুভূতি কি, ৯২ বৎসর বয়স্ক ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রতিক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠেছে। লর্ড রাসেল আদৌ কমিউনিজমের প্রবক্তা নন। বরং তিনি নিজেকে সাম্যবাদী ভাবনাধারণা ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘোর শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেন। আজীবন তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে যতটা তীব্রভাবে এবং প্রবলভাবে সম্ভব কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে গেছেন। এমন একজন কমিউনিস্ট-বিরোধী মানুষও ভিয়েতনামে আমেরিকা অনুসৃত আগ্রাসন নীতির জন্য ধিক্কার না জানিয়ে পারেননি। "দ্য টাইম্‌স" পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন — "ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্টে অকমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও এর একটা নিরপেক্ষ কর্মসূচী আছে। ভিয়েতনামের মাটিতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বিদেশী বাহিনী মোতায়েন রেখেছে, জেনিভা চুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষকে কাঁটাতার বেষ্টিত শিবিরে মেশিনগানের নিশানার মধ্যে এবং কুকুরের পাহারায় রেখেছে। শুধুমাত্র ১৯৬২-তেই গ্রামাঞ্চলে অন্ততঃ ৫০,০০০ বিমান আক্রমণ হেনেছে, ১,৬০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছে, ৭,০০,০০০ মানুষকে পঙ্গু করেছে, আর বন্দী করেছে ৩,৫০,০০০ মানুষকে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ও সেনাবাহিনী হল আমেরিকার হাতের পুতুল। তারা সে দেশের কাছ থেকে দৈনিক ১৫,০০,০০০ ডলার অর্থসাহায্য পায়। কাজেই যুদ্ধ একমাত্র তখনই বন্ধ হবে, যখন আমেরিকা একটি জনসমর্থনপুষ্ট জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার নৃশংস যুদ্ধ থামাবে এবং দশ বছর আগে যে নিরপেক্ষতার চুক্তি হয়েছিল তা গ্রহণ করবে। ভিয়েতনামে নির্বিচারে নরনারী হত্যার উদ্দেশ্যে নৃশংস যুদ্ধ চালানোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের উচিত আমেরিকাকে আগ্রাসনকারী বলে চিহ্নিত করে তাকে ধিক্কার জানানো।" দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চরম অত্যাচারী পৈশাচিক যুদ্ধ চালাচ্ছে, উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিন হানাদারি তারই পরিবর্ধন মাত্র।

বিবেক ও বুদ্ধিকে ডলার-দেবতার কাছে বিকিয়ে দেয়নি এমন যে কোনও মানুষ রাসেলের উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে একমত হবেন। কিন্তু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশ এবং জে বি কৃপালনী ও তার সহগামীদের মত কিছু দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা আমেরিকার বয়ানকে বেদবাক্যের মত করে গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুদ্ধবাজদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্ব কমিউনিজমকে মোকাবিলা করা' এবং 'বিশ্বের এই অংশে কমিউনিজমের প্রসার প্রতিহত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাফার রাষ্ট্র (অর্থাৎ সামরিক শক্তিহীন দুর্বল রাষ্ট্র) গড়ে তোলার' তথাকথিত প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এরাও তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে। এ হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করা ও ঐ অঞ্চলে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রাধান্য বিস্তারের অপচেষ্টাকে প্রকাশ্য সমর্থন জোগানো। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটদের এই হল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই প্রশ্নে ভারত সরকারের অবস্থানও কিছু কম আমেরিকা-ঘেঁষা নয়। আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক 'সাহায্যে'র উপর অবিচ্ছিন্নভাবে নির্ভরশীলতার ঘটনা ভারতকে ক্রমে ক্রমে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ও এশিয়ায় তার ক্রীড়নক সরকারগুলির প্রতি ঘনিষ্ঠ করে তুলছে। বর্মা অথবা ইন্দোনেশিয়া বা এমনকি কাম্বোডিয়া — যারা একসময়ে ভারতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল এবং এখনও যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করে চলেছে — এরা এখন আর ভারতের নিকটতম বন্ধু নেই। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের একমাত্র মিত্র সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট মালয়েশিয়ার টুঙ্কু আবদুল

রহমান। এই মার্কিন-ঘেঁষা মনোভাববৃদ্ধির ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, ভারত এ বিষয়ে এমনকি তার মৌখিক বিরোধিতাও বন্ধ করেছে, এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের উপর উত্তর ভিয়েতনামই প্রথম আক্রমণ করেছে — এই গল্পটিকে সত্য বলে গ্রহণ করে আমেরিকার রাস্তাতেই পা বাড়িয়েছে। নিঃসন্দেহে এ হল আমাদের দেশের কোটি কোটি মেহনতী মানুষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আকাঙ্ক্ষার প্রতি নগ্ন বিশ্বাসঘাতকতা।

ঘটনা হল, টনকিন উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের উপর উত্তর ভিয়েতনামী আক্রমণের কল্পিত কাহিনীর একটি অজুহাত, ডাহা মিথ্যা। কিন্তু তা ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যা করে চলেছে এবং এই ক্ষেত্রেও যা করল, তার কোনও যৌক্তিকতা নেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজগুলি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের অধীনস্থ জলসীমার বাইরে ছিল, প্রশ্ন ওঠে, নিজের দেশের উপকূল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে টনকিন উপসাগরে সেগুলি কি কারণে উদয় হয়েছিল এবং কেনই বা তারা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপকূলে টহল দিচ্ছিল? টনকিন উপসাগর শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন দেশের উপকূলকে আবৃত করেছে এবং এই দুটি দেশের স্থলভূমির অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত এই উপসাগর ঢুকে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি প্রয়োজন ছিল এই উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর? আমেরিকার নিজের কি অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া হত, যদি সোভিয়েট রাশিয়ার মত একটি শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রের নৌ ও বিমানবাহিনী মেক্সিকো উপসাগরে উদয় হত এবং আমেরিকার উপকূলে টহলদারি চালাত? আমেরিকা কি একে তার নিরাপত্তাবিঘ্নকারী প্ররোচনামূলক ও শত্রুতাপূর্ণ কাজ বলে মনে করত না? একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রণতরীগুলি যেভাবে টনকিন উপসাগরে টহল দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে চীন এবং ভিয়েতনাম যদি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে — তা কি অন্যায় বলে ভাবা যায় ? বাস্তবিক, টনকিন উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের সর্বতোভাবে অন্যায় এবং অযৌক্তিক উপস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উপকূলে টহলদারি এই দুই দেশেরই নিরাপত্তা বিপদাপন্ন করে এরূপ একটি প্রকাশ্য বৈরিসূলভ কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমেরিকাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক ও শত্রুতাপূর্ণ কাজ করার অপরাধে অপরাধী, এবং এই বিষয়টি উল্টো করে ভাবাই চলে না।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোচ্চারে প্রচার করছে তারা শান্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলী কি তা প্রমাণ করছে? গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম অথবা চীন অথবা অন্য কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ কি কখনও আমেরিকার উপকূলে তার বা তাদের নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী পাঠিয়েছে, অথবা আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটি দিয়ে ঘিরে ফেলেছে বা আক্রমণের হুমকি দিয়েছে বা তার আকাশসীমা লঙঘন করেছে? অথবা তারা কি কখনও মার্কিন ভূখণ্ডের উপর গুলিবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করেছে? কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশই এ ধরনের কোনও অপরাধ করেনি। বরং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই এ ধরনের সমস্ত অপরাধে অপরাধী। তার যুদ্ধজাহাজ উত্তর ভিয়েতনামের অধীনস্থ সমুদ্র অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে; তার বিমান চীন, উত্তর ভিয়েতনাম, সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের আকাশসীমা লঙঘন করেছে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের ভূখণ্ডে গুলিবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করেছে। তার যুদ্ধজাহাজ শুধুমাত্র উত্তর ভিয়েতনাম ও চীনের উপকূলেই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির উপকূলেও টহলদারি চালায়। তারা ইতিমধ্যে উত্তর ভিয়েতনামের দুটি টহলদারি নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সিয়াটো, সেন্টো, ন্যাটো, ইত্যাদির মত আক্রমণাত্মক সামরিক জোট আমেরিকা তৈরী করেছে যাতে এইগুলির সাহায্যে সামরিক অভিযান, অন্তর্ঘাত ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র চালানো যায়; আক্রমণ চালানোর মঞ্চ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক শিবির ঘিরে অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে; কিউবাকে তার স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই ভীতি-প্রদর্শন করে চলেছে; বর্তমানে উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি কি শান্তিপূর্ণ নীতির লক্ষণ, নাকি যুদ্ধোন্মত্ততা, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, প্ররোচনা, সামরিক অভিযান ও আগ্রাসনের নীতির পরিচায়ক? আমেরিকা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামকে কোনও প্ররোচনা ছাড়াই আক্রমণ করেছে, পূর্বপরিকল্পিত ছকে এগিয়েছে। সে দেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করেছে, এবং যা চেয়েছিল সেই সমস্ত কিছু করার পরে একটা আহত নিরপরাধী ভাব নিয়ে তারা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ জাহাজের উপর আক্রমণের

বানানো অভিযোগ এনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়েছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমেরিকার কার্যকলাপের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পুরো বিষয়টা পূর্বপরিকল্পিত ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা উদ্ধৃত করে কলকাতায় মার্কিন-ঘেঁষা দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল — "উত্তর ভিয়েতনামের উপরে আমেরিকার বিমান আক্রমণ এবং বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রবল অভিযানের পরিকল্পনা বহুদিন আগে থেকেই ছিল, শুধু প্রয়োজন ছিল একটা জুৎসই উপলক্ষের।" গত আগস্টে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণের পরিকল্পনা যে বহুপূর্বেই করা হয়েছিল এই তথ্যটিই উন্মোচন করে দেয় যে উত্তর ভিয়েতনামের দ্বারা টনকিন উপসাগরে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজের উপর আক্রমণের জন্য পাল্টা আক্রমণের অজুহাতটি ডাহা মিথ্যা।

আমেরিকার মতলব

একথা অনস্বীকার্য যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক দেশকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে আমেরিকা হিসাব করেই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ঝুঁকিটা হল, যদি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর আমেরিকার স্বেচ্ছাচারী আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমাজতান্ত্রিক শিবির নির্দিষ্ট সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারত, তাহলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পুরো খেলাটাই বানচাল হয়ে যেত এবং আমেরিকাকে চেপে ধরতে পারত। সোভিয়েটের তরফ থেকে সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব ছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সেই অর্থে সমাজতান্ত্রিক শিবির গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে পাল্টা আক্রমণে এগিয়ে আসবে না। এই হিসাব সে মূলতঃ করেছিল সম্প্রতি কিউবার সংকটের সময়ে সোভিয়েটের ভূমিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে সোভিয়েটের সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে আমেরিকার এই অনুসন্ধান ঠিকই ছিল। হিসাবটা ভুলও প্রমাণিত হতে পারত, যদি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব আমেরিকার পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলিং-এর শিকার না হত। সুতরাং আমেরিকা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশকে আক্রমণ করে নিঃসন্দেহে বড়রকম ঝুঁকি নিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা হল — কেন আমেরিকা ঝুঁকিটা নিল? অন্যভাবে বললে — এই আক্রমণের পিছনে আমেরিকার উদ্দেশ্য কি ছিল?

আমরা সকলেই জানি যে আমেরিকাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আসন্ন এবং তাতে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী গোল্ডওয়াটার তার নির্বাচনী প্রচারের সময় জনসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বিশেষতঃ ভিয়েতনামে দুর্বল নীতি গ্রহণ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। গোল্ডওয়াটার ও তার সমর্থকদের মতে এই দুর্বল নীতির জন্যই আমেরিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তার সহযোগীরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির কাছে একের পর এক সামরিক পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি যারা নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী, যেমন লাওস ও ভিয়েতনামে, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় সংহতি ও সংযুক্তির জন্য লড়ছে, তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতির একাংশ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি লাওস ও ভিয়েতনামকে চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য মার্কিন মদতপুষ্ট যুদ্ধে শেষ বিজয়ের কোনও আশার আলো দেখতে না পেয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলছে; এবং বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যারা গণঅভ্যুত্থানের মোকাবিলায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে শেষ আশ্রয়, পরিত্রাতা হিসেবে দেখে তাদের কাছে আমেরিকার মর্যাদা কমে যাচ্ছে। এদের মধ্যে যারা অধিক যুদ্ধবাজ এবং সেইসঙ্গে মার্কিন সামরিক বাহিনী — যাদের মুখপত্র হিসাবেই গোল্ডওয়াটার ও তার সমর্থকেরা সক্রিয় — তারাই জনসন ও তার প্রশাসনের কাছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিশেষতঃ লাওস ও ভিয়েতনামে একটি কড়া নীতি গ্রহণ করার দাবি করছে। তাদের এই কড়া নীতির অর্থ হল — এখন পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে সীমাবদ্ধ আমেরিকার হস্তক্ষেপ ও সামরিক অভিযানকে উত্তর ভিয়েতনাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাফল্যের জন্য জনসনকে আমেরিকার ভোটারদের কাছে দেখাতে হবে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষতঃ ভিয়েতনামে তার নীতিকে কোনভাবেই দুর্বল বা কমজোরী বলা চলে না। মার্কিন ভোটদাতারা যদি যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন হতেন, তাহলে তারা বহুপূর্বেই উপলব্ধি করতে পারতেন যে, আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য "নদীপথে কামানে সজ্জিত জাহাজ নিয়ে হানা দেওয়ার ও অপর দেশ

আক্রমণের পুরানো সাম্রাজ্যবাদী ফন্দির থেকে ভিন্ন কোনও নীতি" জনসন প্রশাসনের ছিল না। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মত আমেরিকারও ভোটদাতাদের বৃহৎ অংশ রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন নয়, এবং তাদের দেশ যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় নয়া-ঔপনিবেশিক ও আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে চলেছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দুই গোষ্ঠী — যাদের একটির প্রতিনিধি জনসনের ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আর একটির প্রতিনিধি গোল্ডওয়াটারের রিপাবলিকান পার্টি এবং যারাই পর্যায়ক্রমে আমেরিকাকে শাসন করে, তারা সহজেই আমেরিকান সাধারণ ভোটদাতাদের বিভ্রান্ত করতে পারে, যুদ্ধোন্মাদনাকে উস্কানি দিতে পারে এবং তথাকথিত "মুক্তদুনিয়া"কে রক্ষার অজুহাতে প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করা, প্ররোচনা দেওয়া, শঠতাপূর্ণ আচরণ, বিধ্বংসী যুদ্ধ ও আগ্রাসন চালানোর নীতিকে অব্যাহত রাখতে পারে। এইজন্যই আমেরিকার বর্তমান শাসকেরা আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিছু সামরিক অভিযান চালানো সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল। সরকারী ক্ষমতায় থাকার সুবাদে জনসন ও তার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যতই উত্তর ভিয়েতনাম পর্যন্ত যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিতে চাক, তারা জানত এমন একটি হঠকারী পদক্ষেপের গুরুতর ফলাফল হতে পারে এবং তেমন হলে তাকে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমেরিকার বর্তমান শাসকেরা জানে যে, তারা ভিয়েতনামে এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি মোর্চার সামরিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছে; অথচ তারই ফলাফল হল সামরিক সাজসরঞ্জামে নিতান্ত হীনবল এই মুক্তি মোর্চার সেনাবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের যৌথ সামরিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট আয়তনের তিন চতুর্থাংশকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমেরিকা যদি উত্তর ভিয়েতনাম পর্যন্ত যুদ্ধকে বিস্তৃত করে, তাহলে তারা জানে যে শুধু উত্তর ভিয়েতনামেরই নয়, অধিকন্তু তাদের চীনেরও সামরিক শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। কারণ চীন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, উত্তর ভিয়েতনামের সাথে যুদ্ধ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তার উপযুক্ত মোকাবিলা করা হবে। পরিণামে তাদের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সামরিক শক্তিরও সম্মুখীন হতে হবে — কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলের মধ্যে আদর্শগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক যতই তিক্ত হোক না কেন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের মত একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর আমেরিকার সর্বাত্মক আগ্রাসনকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ না করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থাকতে পারে না। জনসন ও তার মন্ত্রীরা জানে এরকম যুদ্ধের কী ফলাফল হতে পারে। তাদের এখনও মনে আছে কোরিয়াতে কী হয়েছিল। যদি শুধুমাত্র উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী এবং চীনের স্বেচ্ছাসেবকরাই (নিয়মিত সেনাবাহিনী নয়) আমেরিকা সমেত কয়েক ডজন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের সেনাবাহিনীকে প্রশান্ত মহাসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরে থাকে, তাহলে উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ বিস্তারকে কেন্দ্র করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক মোকাবিলায় জড়িয়ে পড়লে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়া হয়ে যাবে ও তার মধ্যে দিয়ে এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে প্রবহমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির পূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত হবে, পৃথিবীর অন্যত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এবং বৃহৎ মেট্রোপলিটান পুঁজিবাদী দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি ঘটবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ক্যারিবিয়ান সংকটের প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভ্রান্ত নীতি ও পদক্ষেপের জন্য রাজনৈতিকভাবে অসচেতন মানুষের এক বিরাট অংশের মধ্যে মার্কিন সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে অতিরঞ্জিত ভাবমূর্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করতে পেরেছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। একই সঙ্গে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি, যারা ভবিষ্যতের গণঅভ্যুত্থানের সামনে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য আমেরিকার সামরিক শক্তিকেই মোক্ষম ভরসাস্থল হিসেবে দেখে — তাদের মনোবল ভেঙে পড়বে। কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার সামরিক শক্তির বিপর্যয়ের ফলে তাদের মনোবল তলানিতে পৌঁছেছিল, কিন্তু সোভিয়েটের ভ্রান্ত নীতির জন্য ক্যারিবিয়ান সঙ্কটে আমেরিকার সফলতার পরে আবার তা অনেকটা উর্ধগামী হয়েছিল। সুতরাং উত্তর ভিয়েতনাম পর্যন্ত যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করার হঠকারী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমেরিকার বর্তমান শাসকেরা এশিয়ার মাটিতে তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে না। কিন্তু গোল্ডওয়াটার ও তার সমর্থকদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে যাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করা যায়, তার জন্য কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছিল — সেটাই ছিল জনসন ও শাসক ডেমোক্র্যাটিক দলের আভ্যন্তরীণ সমস্যা।

আর এই সঙ্গে জনসন প্রশাসন যে বাইরের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেটা কি? ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া ও বিশেষতঃ ভিয়েতনাম ও লাওসের মার্কিন-ঘেঁষা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যারা এইসব দেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আঁতাত গড়ে জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তি হিসাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে — তাদের মনোবল যেভাবে দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে, তাকে প্রতিহত করা এবং তাদের মনোবল অটুট রাখা বর্তমান মার্কিন শাসকদের কাছে ক্রমেই দূরূহ হয়ে পড়ছে। আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতি, বিশেষতঃ কতিপয় মার্কিন মৃত্যু ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার্থে — এই মনোবল হানিকে রোখা এবং মার্কিন-ঘেঁষা জাতীয়তাবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ এটা না করলে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও লাওসে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে একযোগে আমেরিকা যে মারণযুদ্ধ পরিচালনা করছে তা অব্যাহত রাখা যাবে না। আর এইসব দেশে যদি গৃহযুদ্ধ অব্যাহত না রাখা যায় এবং তা পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় সংযুক্তি অথবা জাতীয় সংহতির জন্য সংগ্রামরত বাহিনীর অনুকূলে শেষ হয়, তাহলে আমেরিকাকে চিরকালের জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ছেড়ে যেতে হবে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার নয়া ঔপনিবেশিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে আমেরিকার উপস্থিতি ও প্রভাবকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশ্বের এই অঞ্চলে যে আগ্রাসী যুদ্ধ আমেরিকা পরিচালনা করছে — তার আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আর এই কাজ করার জন্য অবশ্য প্রয়োজন হল, লাওসের একটি অংশ ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম, যেখানে তখনও মুক্তি অর্জিত হয়নি, সেখানে শাসনরত পরস্পর বিবদমান এমন জেনারেলদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, মার্কিন-ঘেঁষা জাতীয়তাবাদবিরোধী শক্তিদের পুনরুজ্জীবিত করা, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত বাহিনীর হাতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিপর্যয়ে এদের মনোবল যেভাবে ধ্বসে পড়েছে তাকে রোধ করা এবং তারপর এদের মনোবলকে আবার চাঙ্গা করা। কীভাবে এতসব করা যাবে সেটাই হল মার্কিন শাসকদের মাথাব্যথা।

এছাড়া স্বভাবতই আমেরিকা আগাম বুঝে নিতে চেয়েছে উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করলে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া কি হবে? সোভিয়েট ইউনিয়ন কি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর সর্বাত্মক আক্রমণের প্রশ্নে শুধুমাত্র আক্রমণের প্রতি ধিক্কার জানানোর মঞ্চ হিসাবে রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করে ছেড়ে দেবে। না কি, উপযুক্ত সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর আক্রমণের উপযুক্ত পাল্টা জবাব দেবে। ভিয়েতনামে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির করার জন্য আমেরিকার বর্তমান শাসকদের কাছে এই প্রশ্নের জবাবের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। কিন্তু কিভাবে এই উত্তর পাওয়া যাবে? সেটাও জনসন ও তার সামরিক উপদেষ্টাদের কাছে একটা সমস্যা ছিল।

টনকিন উপসাগরে জনসন প্রশাসন যা করল তার লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের এইসব সমস্যার সমাধান করা। ইতিমধ্যে আমরা যে সমস্ত কারণের উল্লেখ করেছি, তার ফলে আমেরিকার বর্তমান শাসকরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীন বা সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিতে পারে না। সেক্ষেত্রে একমাত্র যে পথ তাদের সামনে খোলা ছিল, তা হল, নৌ ও আকাশ যুদ্ধে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীন ও উত্তর ভিয়েতনামের চেয়ে মার্কিন শক্তির প্রাধান্যকে ব্যবহার করে, স্থলবাহিনীর সাহায্য না নিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য উত্তর ভিয়েতনামকে আক্রমণ করা। কারণ স্থলবাহিনীর সাহায্য নিলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের সঙ্গে স্থলযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হত। তারা তা এড়াতে পারত না। অন্যদিকে নৌ ও বায়ুসেনা দিয়ে আক্রমণ করলে প্রয়োজন অনুভব করলেই আমেরিকার পক্ষে পশ্চাদপসরণ সম্ভব হয় যাতে একদিকে চীন বা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে সর্বাত্মক সংঘাতে যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয়, অথচ একটা তাৎক্ষণিক ও অস্থায়ী সামরিক বিজয়কে মার্কিন সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসাবে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা যায় — এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখনই প্রয়োজন পড়ত তখনই আমেরিকার পক্ষে পশ্চাদপসরণ করা সম্ভব হত। বাস্তবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার নৌ ও আকাশ বাহিনীর তথাকথিত প্রাধান্য বজায় থাকত না, যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন সেক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত এবং আমেরিকার আক্রমণের হাত থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশ উত্তর ভিয়েতনামকে রক্ষার জন্য তার উন্নত সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করত। কিন্তু কিউবার সংকটের সময়ের অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে আমেরিকা ধরে নিয়েছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন উত্তর ভিয়েতনামের উপর এ ধরনের কোনও আক্রমণকে সামরিকভাবে প্রতিরোধ করবে না। তাদের এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয় এবং তার ভিত্তিতেই আমেরিকা যাবতীয় সভ্য নিয়মকানুন এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত রীতিনীতি সম্পূর্ণ লঙঘন করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামকে আক্রমণ করে তার অভিসন্ধি

হাসিল করে। তাই ছক কষে ঝুঁকি নিয়ে জনসন একদিকে গোল্ডওয়াটার ও তার সমর্থকদের মুখ বন্ধ করে দিতে পেরেছে, অপরদিকে আমেরিকার ভোটদাতাদের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছে যে উত্তর ভিয়েতনাম বা সেই অর্থে যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশকে কড়া দাওয়াই দিতে রিপাবলিকান পার্টির প্রতিনিধির তুলনায় কোনওভাবেই তিনি কম কঠোর বা দৃঢ়চেতা নন।

এর মধ্য দিয়ে জনসন প্রশাসন আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছে। তারা একটা সাময়িক সামরিক বিজয়কে কাজে লাগাতে পেরেছে এবং তার দ্বারা দেখাতে চেয়েছে, যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশকে শাস্তি দিতে তাকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার শক্তি ও সাহস যে আমেরিকার আছে তার প্রমাণ এই বিজয়। তাছাড়া তারা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন মানুষের মধ্যে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার খুশিমত যখন যে সামরিক পদক্ষেপ নিক না কেন, সোভিয়েট রাশিয়া সহ কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি ও সাহস নেই।

আর মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একাংশ ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও লাওসের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা ক্রমশ বেশি করে মনে করছিল যে এইসব দেশে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক — তাদের সেই নিম্নগামী মনোবলকে জনসন প্রশাসন চাঙ্গা করতে পেরেছে, দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে আরও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করেছে এবং গোটা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে উৎসাহ জুগিয়েছে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ক্রুসেড বা জেহাদ চালিয়ে যেতে।

আমেরিকার বর্তমান অর্থনীতি, যা সামরিকীকরণের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজন হল সাময়িকভাবে হলেও অতি উৎপাদনের সংকট অতিক্রম করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জামের যে বিশাল মজুতভাণ্ডার সে তৈরি করেছে, তাকে ক্রমাগত খালি করা এবং সাথে সাথে নতুন করে পূরণ করা। তাই মার্কিন মৃত্যু ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিবেশকে বাড়িয়ে তুলতে এবং যখন যেখানে সম্ভব সীমিত আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণও আমেরিকার মুষ্টিমেয় কিছু মৃত্যু ব্যবসায়ীর এই স্বার্থ রক্ষা করেছে। আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বিচার করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণের পিছনে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করা তো দূরস্থান, চীন অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথেও সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। এ হল, উত্তর ভিয়েতনামের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ চালিয়ে কিছু সীমিত সামরিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মার্কিন কূটনীতিকে সামরিক কার্যকলাপ পর্যন্ত সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছু নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা

এখন বিচার করে দেখা যাক ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন কীভাবে আচরণ করেছে; তার পদক্ষেপ সঠিক হয়েছে কিনা। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার প্রতিবাদ করা ও বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে তোলা ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন কার্যত কিছুই করেনি। এমনকি রাষ্ট্রসংঘেও তার প্রসঙ্গটির উত্থাপন ছিল চূড়ান্ত দায়সারা গোছের। বৃটিশ পুঁজি ও আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একাংশের মুখপত্র 'দ্য স্টেটসম্যান' সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে লিখেছিল "আক্রমণাত্মক অভিযানটি চালানোর পিছনে এই ধারণা কাজ করেছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সাড়া দেবে না। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েটের দায়সারা ভাব আমেরিকার প্রত্যাশাকেই প্রমাণ করেছে।" জনসন আশা করেছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিবাদ করবে, কিন্তু প্রত্যাঘাত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে না। 'ক্রুশ্চেভসুলভ সাহায্যের কর্মসূচী' হিসাবে বড় জোর সে কিছু সামরিক সাজসরঞ্জামের জোগান দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যাশা সোভিয়েটের আচরণে প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি জনসন ও সাধারণভাবে পশ্চিমী সংবাদজগত, যা সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের পাহারাদার হিসেবে কাজ করে, উভয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রশংসা করেছিল "তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত বাস্তবসম্মত" এক নীতি অনুসরণ করার জন্য।

প্রশ্ন হল সোভিয়েট ইউনিয়ন একেবারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করল কেন? আমরা মনে করি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির শোধনবাদী লাইনই তাদের এই কোমরভাঙা নীতির জন্য

পুরোপুরি দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি সোভিয়েট ইউনিয়ন পাল্টা সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারত না ? থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ ভীতির জন্য প্রধান আন্তর্জাতিক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কি-ই বা থাকতে পারে যা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বকে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করল? নতুবা এ কাজ করতে ত মাত্র কয়েকটি আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রই (আইসিবিএম) যথেষ্ট ছিল, যে ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মিলিত ক্ষমতার তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। এই আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আক্রমণরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানগুলিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে আমেরিকার আগ্রাসনকে থামিয়ে দেওয়ার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের কাছে যেতে পারত। গোটা দুনিয়ার মানুষকে তারা বোঝাতে পারত যে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যেহেতু সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশকে আক্রমণ করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে তাই তারা প্রত্যাঘাত করতে বাধ্য হয়েছে, এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হানাদারি থামালে তাদের এই প্রত্যাঘাতমূলক পদক্ষেপ আর চালিয়ে যাওয়ার কোনও আকাঙ্ক্ষাই নেই। এর ফলে উত্তর ভিয়েতনামের উপর নতুন করে আক্রমণ হলে উপযুক্ত সামরিক পদক্ষেপে তাকে কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে, মার্কিন আগ্রাসনকারীদের কাছে সেটা একটা ভীতি হিসাবে কাজ করত। আর একই সঙ্গে এতে করে শান্তিকামী মানুষদের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার শক্তি বেড়ে যেতে পারত। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই সঠিক পদক্ষেপটি নিলে, তার ফল কি হত? সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবার সংকটের সময় থেকে আমেরিকার পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলিং এর মুখোমুখি যে ভ্রান্ত অবস্থান নিয়েছিল এবং তার ফলে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তুলনায় আমেরিকার সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের যে কল্পকাহিনী তৈরী হয়েছিল — এই কল্পকাহিনীর বেলুন চুপসে যেত ও তার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল এই শক্তিগুলির নৈতিক মনোবলের অবনমন ঘটত; তাদের আগ্রাসনপ্রবণতা, যা কিউবার সঙ্কটের সময় থেকে বেড়েছে, তা স্তিমিত হত এবং সম্প্রতি কিছু জোটনিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় দেশের বিদেশনীতিতে যে ক্রমশ বেশি করে মার্কিন ঘেঁষা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তার উপরও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হত। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছাড়াও, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এমন মানুষও আছেন যারা ভুলভাবে হলেও সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে অন্য কোনও দেশের উপর আমেরিকার আক্রমণকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনিচ্ছা যতটা না তার শান্তিকামী নীতির জন্য, তার থেকে বেশি তার সামরিক দুর্বলতার কারণে। অন্যভাবে বললে, এই সমস্ত মানুষ সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিনীতির ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে আদতে 'আমেরিকার জবরদস্ত নীতি ও উন্নততর সামরিক শক্তির সামনে পশ্চাদপসরণ বলে মনে করেন'। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি দৃঢ় সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্যকরীভাবে আমেরিকার আক্রমণ প্রতিহত করত, তাহলে অসচেতন জনতার এই অংশ সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করত যে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে শান্তিকামনা তার দুর্বলতার কারণে নয়। তারা দেখত যে সামরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি প্রকৃত শান্তিকামী দেশ ; কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাস্ত করার মত সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর আমেরিকার অন্যায় আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সামরিকভাবে যতটুকু প্রয়োজন সোভিয়েট ইউনিয়ন তার থেকে এক ইঞ্চি বেশি এগোয়নি। এর দ্বারা তারা সারা বিশ্বের কাছে বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে ঠিক ঠিক ভাবে প্রমাণ করে দিত যে, বিভিন্ন সাম্যবাদী দলের মধ্যে আদর্শগত যত বিরোধই থাক আর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের পরস্পরের সম্পর্ক যতই চিড় খেয়ে থাক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সামনে সেই পার্থক্য থেকে ফয়দা তোলাতো দূরে থাক — তা নিয়ে ফাটকা খেলারও কোনও সুযোগ নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে তো বটেই — অন্য যে কোনও দেশের উপর যে কোনও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হলে সমাজতান্ত্রিক শিবির তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এক মানুষের মত একক কাজ করবে। গোটা বিশ্বের সামনে এইভাবে ঘটনা ঘটলে আমেরিকার যুদ্ধোন্মত্ততা শিক্ষা পেত; তারা বুঝত যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের গায়ে হাত দিলে তাদের হাত পুড়বে। এর ধাক্কায় তারা খানিকটা সংযত হত। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই পদক্ষেপ নিলে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে এক বিশাল শক্তির জন্ম হত; বিশেষ করে ভিয়েতনাম ও লাওসে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে ঐসব দেশের জনগণকে প্রভূত সাহায্য করত এবং সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তাদের বিপ্লবী সংগ্রামকে উদ্দীপিত করত।

সেক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বশান্তি ও দুর্বলতর জাতিগুলির স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক হিসাবে এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের এক সক্রিয় সাহায্যকারী হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন অভিনন্দিত হোত। উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার সামরিক আগ্রাসন এই যে সুযোগগুলি করে দিয়েছিল, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সদ্ব্যবহার করতে পারল না। উল্টে নিছক একটা প্রতিবাদ জানাতে সে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হল এবং তাও মার্কিনীরা যেমন ভেবেছিল, ঠিক সেইরকম দায়সারাভাবে।

আমরা জানি সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাবের জবাবে কি অজুহাত দেবে। সোভিয়েট নেতৃত্ব অতীতে যেমন দিয়েছে, এক্ষেত্রেও সেই যুক্তিই দেবে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যাঘাত করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটা থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ বেধে যেত — যার বিপদ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশ ত' বটেই কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই নির্বিকার থাকতে পারেনা। যেহেতু সোভিয়েট ইউনিয়ন থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং তারা কখনই প্রথমে তা শুরু করবে না, তাই আমেরিকা শুরু না করলে সোভিয়েট সে যুদ্ধ বাধায় কি করে? এই অবস্থান যে কতখানি স্ববিরোধী, ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব কি তা কখনও খেয়াল করেছে? একদিকে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন আলোচনায় তারা বলছে যে, বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ লাগানোর মত ক্ষমতা নেই। আবার অপরদিকে কিউবার সংকটে অথবা টনকিনের ঘটনায় তার ভ্রান্ত নীতির সাফাই গাইতে বলছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সামরিকভাবে আমেরিকার আক্রমণকে প্রতিরোধ করলে সাম্রাজ্যবাদীরা থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতো।

এছাড়া ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের এই যুক্তি কি সঠিক যে উত্তর ভিয়েতনামে আমেরিকার হানাদারিকে প্রতিহত করতে সোভিয়েট দৃঢ় সামরিক পদক্ষেপ নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের সূত্রপাত হত। আমাদের মতে এই যুক্তি পুরোপুরি ভ্রান্ত। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ অথবা বিশ্বযুদ্ধ তো নয়ই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণের লক্ষ্য আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা চীনের সঙ্গে একটা পূর্ণাঙ্গ সামরিক শক্তির লড়াইও ছিলনা। সেটা শুধু ছিল আমেরিকার কিছু সীমিত সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মার্কিন কূটনীতির সম্প্রসারণ মাত্র। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে উত্তর ভিয়েতনামে আক্রমণরত মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও বিমানগুলিকে ধ্বংস করত এবং এভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর মার্কিন হানাদারিকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করত, তাহলে আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে কোনও বড়সড় ধরনের ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হত না — সোভিয়েট নেতৃত্বের আশঙ্কা অনুযায়ী থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের তো কথাই ওঠে না। উপরন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে পারত এবং পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে শান্তি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামের সপক্ষে চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু আমেরিকার এই সীমিত সামরিক অভিযান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও আংশিক যুদ্ধগুলির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ অথবা সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের ভীতি সোভিয়েট নেতৃত্বকে বরাবর তাড়া করে বেড়িয়েছে। ক্রুশ্চেভপন্থী নেতৃত্বের এই থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের অবাস্তব ও মাত্রাতিরিক্ত ভীতি, তাদের আমেরিকার নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলিং-এর শিকার করে ফেলেছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অনাবশ্যক একতরফা ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে। এটা এমন একটা বাস্তব সত্য যাকে কোনও বিপ্লবী বুলি আউড়ে খণ্ডন করা যায় না। ১৯৬৩ সালে *Socialist Unity*-র (সোস্যালিস্ট ইউনিটি) ফেব্রুয়ারী সংখ্যার এক প্রবন্ধে আমরা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলাম যে আমেরিকা যে উদ্দেশ্য থেকে ক্যারিবিয়ান সংকট সৃষ্টি করেছিল তার সঠিক মূল্যায়ন করতে কীভাবে সোভিয়েট নেতারা ব্যর্থ হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ এবং তার ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধের বিপদ খুঁজে পেয়েছিল ; যদিও তেমন কোনও বিপদ আদৌ ছিল না। এবং তারা আমেরিকাকে অনাবশ্যক ও একতরফা ছাড় দিয়েছিল। সেই সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকেরা সোভিয়েট নেতৃত্বের মনের গতি কোন্‌দিকে, তা সঠিকভাবেই বুঝে নিয়েছে এবং তাদের স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোনও দেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ ও আগ্রাসনকে তারা

দৃঢ় সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করবে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই স্পষ্ট ধারণা তাদেরকে এতখানি সাহসী করে তুলেছে যে, তারা বিরামহীনভাবে ভয় দেখিয়ে চলেছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি আমেরিকার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, আক্রমণ বা আগ্রাসনকে সামরিকভাবে প্রতিহত করে তাহলে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হবে। এই সঙ্গে সোভিয়েটের নিষ্ক্রিয়তা, যা প্রায় আত্মসমর্পণেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সুযোগ নিয়ে আমেরিকা অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং বিশ্বের যে যে অঞ্চলে মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সেখানে আঞ্চলিক ও আংশিক যুদ্ধের মাধ্যমে অন্য দেশে আক্রমণ ও আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার নীতি কার্যকরী করার সাহস পেয়ে যাচ্ছে। মার্কিন শাসকরা সোভিয়েট নেতৃত্বের মননক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝে নিয়েছে এবং উত্তর ভিয়েতনামের ওপর আমেরিকার আক্রমণ হল তারই স্বাভাবিক পরিণাম। সোভিয়েট নেতৃত্বকে উপলব্ধি করতে হবে যে তারা যদি আমেরিকার পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলিং-এর অপকৌশলকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পারে এবং তাদের বিশ্বযুদ্ধ অথবা থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধাতংকের অবাস্তব ও মাত্রাতিরিক্ত ভয় থেকে মুক্ত না হয়, তাহলে আমেরিকার আক্রমণ উত্তর ভিয়েতনামের উপর আক্রমণেই শেষ হবে না, এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, এমনকি তাদের উপর আগ্রাসন ও আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকবে — যার ফলে উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা টনকিন উপসাগরে দুটি অজানা পাহারাদার নৌকা (পাশ্চাত্ত্য সংবাদমাধ্যমের বিবৃতি অনুযায়ী) আক্রমণ করে ও ডুবিয়ে দিয়ে নতুন করে যে প্ররোচনা দিল, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আমেরিকা আরও আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে পারে। সেক্ষেত্রে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণ প্রসঙ্গে সোভিয়েটের অবস্থানকে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব যেভাবে "শান্তি ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির দ্বারা যুদ্ধবাজদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার" সংগ্রামের নমুনা বলে দাবী করছে, একে সেইভাবে গণ্য করা কি ঠিক হবে? না, এটা করা কি ঠিক হবে না। কারণ যুদ্ধবাজদের উপর শান্তি ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির দ্বারা শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে হঠকারী অভিযান ও অপরাপর দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিরস্ত করে এবং এর ফলে শান্তির জন্য সংগ্রাম, পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম অনিবার্যভাবে শক্তিশালী হয় ওঠে। কিন্তু কিউবার সংকট অথবা উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণ নিয়ে সোভিয়েটের অবস্থান কি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের মনোভাবকে এক তিলও কমাতে পেরেছে? তা পারেনি; বরং মার্কিন যুদ্ধোন্মাদ গোষ্ঠীগুলিকে তাদের হঠকারী কার্যকলাপ ও অভিযান পরিচালনায় আরও বেপরোয়া করে দিয়েছে।

মার্কিন নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলিং-এর কৌশলকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পারার ফলে সোভিয়েট নেতৃত্বের মনে যে থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধাতঙ্ক গড়ে উঠেছে, তারই জন্য বিশেষ বিশেষ যুদ্ধ ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার বিষয়ে একের পর এক ভুল করা ছাড়াও তারা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এক অবাঞ্ছিত বৈষম্য এনে ফেলার দোষে দুষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমেরিকা সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করলে তারা কি করত? তারা কি তখন শুধুই রাষ্ট্রসংঘের কাছে যেত, একটা প্রথামাফিক অভিযোগ জানাত এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সবরকম সামরিক দায়িত্ব খুব সযত্নে এড়িয়ে যেত — যেমনটা সে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণের ক্ষেত্রে করেছে? না কি প্রথমেই তারা প্রত্যাঘাত করে সামরিক পদক্ষেপের সাহায্যে আক্রমণকারীদের আক্রমণকে থামাত এবং তারপর আমেরিকার ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ও আক্রমণের নীতির স্বরূপ উদঘাটনের জন্য রাষ্ট্রসংঘে যেত। আমরা নিঃসন্দেহ যে সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষোক্ত পথটিই বেছে নিত, যেমন সে করেছিল কয়েক বছর আগে যখন আমেরিকার বিমান তার আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। অন্য একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর আমেরিকা যা করেছে, যদি সেই একই রকম আক্রমণ, বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণ তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূখণ্ডের উপর করত, তাহলে নিশ্চয়ই — আমেরিকার বিরুদ্ধে সামরিকভাবে প্রত্যাঘাত করলে থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ বা একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে, এই যে অজুহাত তুলে উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিনী আক্রমণ প্রসঙ্গে সোভিয়েট তার নিজের অবস্থানের সাফাই গাইছে, তেমন একটা আশঙ্কা থেকে তারা কখনই মার্কিন আক্রমণ ও

আগ্রাসনকে বন্ধ করতে সামরিকভাবে প্রত্যাঘাত করা থেকে নিরস্ত হত না।

তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের যথেচ্ছ আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের মধ্যে এমন এক বৈরি মনোভাবাপন্ন ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হল কেন ? তা কি এইজন্য যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম তো আর সোভিয়েট ইউনিয়ন নয় যে তার উপর মার্কিন আক্রমণ সোভিয়েট ইউনিয়নের শিরঃপীড়ার কারণ হবে? অথবা তা কি এইজন্য যে, উত্তর ভিয়েতনাম একটা ছোট্ট দেশ, তাই এর জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই? না কি এই কারণে যে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামে অধুনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম সাধারণভাবে চীনের বক্তব্য সমর্থন করছে বলে, তার উপর আমেরিকার আক্রমণকে প্রতিহত না করে তাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে? উপরোক্ত প্রথম দুটি বিবেচনা যদি সোভিয়েট নেতৃত্বের এহেন আচরণের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে অন্য যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার বিষয়টি তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা অ-কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী। যিনি সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হবেন, তার কাছে ছোট-বড় সব সমাজতান্ত্রিক দেশই সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত ও সমাজতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃত্বের একই পরিবারভুক্ত অংশীদার। সেক্ষেত্রে যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর আক্রমণকে তার নিজের উপর আক্রমণ বলে ধরতে হবে এবং কার্যকরীভাবে সমস্ত আগ্রাসনকে প্রতিহত ও ব্যর্থ করে দিতে প্রয়োজন হবে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের একযোগে কাজ করা। একে অস্বীকার করে, সোভিয়েট নেতৃত্ব যা করেছে তেমনভাবে মার্কিন আগ্রাসনকে প্রতিহত করার প্রশ্নে দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বৈরি মনোভাব থেকে উদ্ভূত বৈষম্যমূলক আচরণ করার মানে দাঁড়ায়, অজান্তে হলেও, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে একান্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের শিকার হওয়া। কিন্তু সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ যদি তৃতীয় বিবেচনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে থাকেন — অর্থাৎ তারা যদি ভেবে থাকেন উত্তর ভিয়েতনাম যেহেতু বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত লাইনকে সমর্থন করেনি, তাই তার উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে প্রতিহত না করে তাকে একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত — তাহলে এ নিয়ে যত কম বলা যায়, তত ভাল। কারণ সেক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে অপরাধী হয়ে দাঁড়ায়; এ কাজ একমাত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শত্রুদেরই শোভা পায়।

উপরন্তু, ক্রুশ্চেভবাদী নেতারা বলেই চলেছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করার ও দখলে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র সোভিয়েটের কাছে আছে এবং সে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের সম্মান ও প্রতিরক্ষার জামিনদার হিসাবেই অবস্থান করে। যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ পারমাণবিক যুদ্ধোপকরণ সোভিয়েট ইউনিয়নের আছে, তবুও অন্য কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও দখলে রাখা উচিত না — সোভিয়েটের এই যুক্তি আমরা ভ্রান্ত বলে মনে করি। আমাদের মত হল, যতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও মজুত করতে থাকবে, এবং যতদিন না পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে, এবং সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করা হবে, ততদিন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষত যারা সেগুলি তৈরী করার দায়ভার বহন করতে সক্ষম, তাদের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ও দখলে রাখা উচিত। এছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন যে আশ্বাস দিয়েছে, উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তার আচরণ বিচার করলে এই আশ্বাসের কি কোন প্রকৃত মূল্য আছে? অধিকন্তু, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের উন্নততর সামরিক শক্তি কি শুধুমাত্র জাহির করার জন্য অথবা শুধুমাত্র তার নিজের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা উচিত, নাকি এর কোনও বিপ্লবী তাৎপর্য ও সেই অর্থে কোনও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা আছে, যার মূল কথা হল দুর্বল দেশ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার পাশে দাঁড়ানো? বলা বাহুল্য কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনই তার নিজের উন্নত সামরিক শক্তি ব্যবহার করে একটা পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সেদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে, সেই দেশকে প্রথম আক্রমণ করে তাকে সামরিক দিক থেকে পরাস্ত করতে চায় না। সে কখনই অপর কোনও দেশের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বকে বিঘ্নিত

করে না। বিপ্লব রপ্তানির ধারণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। কিন্তু কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি সামরিকভাবে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশকে আক্রমণ করে অথবা সামরিক হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনও দুর্বল দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে অথবা পরাধীন ও উপনিবেশিক দেশের মানুষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অস্ত্রবলে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তাহলে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বানচাল করার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের উন্নত সামরিক শক্তিকে কি কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়? আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সামনে সেই সুযোগও এনেছে, আবার সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের এ ধরনের হঠকারী কাজকে বানচাল করে তাদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তার উপর বর্তেছে। এটা না করার অর্থ হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে, তা পালন না করা।

সুতরাং একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ও বিমান যখন বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন নীরব দর্শকের মত থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে তার দায়িত্ব পালনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে রাষ্ট্রসংঘেও সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েটের আন্তরিকতাহীন ও দায়সারা গোছের পদক্ষেপ ছাড়াও, সোভিয়েটের প্রতিনিধি কিভাবে সেখানে উত্তর ভিয়েতনামের সাথে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রাষ্ট্রসংঘে ডাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে রাজি হল? উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ হেনেছে এই ত ছিল ঘটনা ; যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দোহাই দিয়েছিল যে উত্তর ভিয়েতনামই প্রথমে আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজের উপর আক্রমণ হেনেছিল। কিন্তু সে যাই হোক, আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যেকার বিবাদের মাঝখানে দক্ষিণ ভিয়েতনাম আসে কিভাবে? দক্ষিণ ভিয়েতনামকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘকে উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ও কুৎসা প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়ন কেন মার্কিন তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রাষ্ট্রসংঘে ডেকে আনার জন্য মার্কিনী কৌশলের সামনে নতিস্বীকার করল? এটাই সব নয়। উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার আক্রমণকে কার্যকরীভাবে প্রতিহত করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া ও রাষ্ট্রসংঘে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া ত দূরস্থান, একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির যেভাবে গোটা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় তোলা উচিত ছিল, সেখানে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব নিজের দেশে পর্যন্ত সে ধরনের কোনও বিক্ষোভ সংগঠিত করেনি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করার চেষ্টা করার বদলে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে দুই পক্ষকেই আবেদন করে যেন তারা কোনরকম প্ররোচনামূলক কাজ না করে;এর মানে দাঁড়ায় যেন আমেরিকা ছাড়া অন্য কেউ প্ররোচনামূলক কাজ করছে। অর্থাৎ এই আবেদনের মধ্যে দিয়ে কি আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, উভয়কে এক করে ফেলা হল না? বাস্তব সত্য যখন এই যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তর ভিয়েতনামের দিক থেকে কোনও প্ররোচনা ছাড়াই তার ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের সমালোচকরা যুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে — এই মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে বিশ্ব সাম্যবাদী মঞ্চে তাদের বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া এই আবেদনের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও আক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশকে একই স্তরে দাঁড় করানো কি সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা নয়? বিশ্বের তাবৎ কমিউনিস্টরা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েট নেতৃত্বকে এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

প্রথম প্রকাশ ঃ
সোস্যালিস্ট ইউনিটি
নভেম্বর, ১৯৬৩